GROUP THEATRE
VOL. 45 No - 3
FEB – APRIL 23
REGD. No. 32860/78
Rs. 50.00

Printed and Published by Pratul Kundu
and Printed at Gita Printers, 51A, Jhamapukur Lane, Kolkata - 9
Published at 80, A.J.C. Bose Road, Kolkata - 14, Editor : Debasish Bandyopadhyay

গ্রুপ থিয়েটার
৪৫ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা ২০২৩
৫০ টাকা

গ্রুপ থিয়েটার

৪৫ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা | ২০২৩

শিশু-কিশোর নাটক সংখ্যা

৪৫ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

।।।।। গ্রুপ থিয়েটার।।।।।

সম্পাদক
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

সহযোগী সম্পাদক
দুলাল চক্রবর্তী

সম্পাদকমণ্ডলী
সুখেন্দু বেরা
কুন্তল মুখোপাধ্যায়
অপূর্ব দে
সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী

দপ্তর সম্পাদক ও যোগাযোগ
তাপস দাস

হিসাব রক্ষক
অনুপম মজুমদার

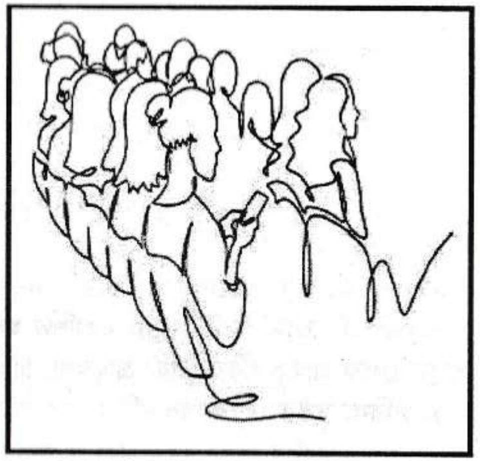

সমবেত শিল্প নিয়ে সমবেত প্রতিরোধ

সংখ্যাটি সংগীত নাটক আকাদেমি (দিল্লি) প্রদত্ত অর্থানুকুল্যে মুদ্রিত

Published with the financial support extended by Sangeet Natak Akademi (Delhi)

গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকার পক্ষে প্রতুল কুণ্ডু কর্তৃক ৮০, এ জে সি বোস রোড কলকাতা-৭০০ ০১৪ থেকে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গীতা প্রিন্টার্স ৫১এ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

২১ শে জুন | তপন থিয়েটার | সন্ধ্যে ৬:৩০

নয়াবাদ কালচারাল সোসাইটির নতুন নাটক

একটি কাল্পনিক থ্রিলার

নাটক ও নির্দেশনাঃ সবিতাব্রত রায়

আর্থিক সহায়তা

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নাটকের মহড়া চলছে...

সদস্য/সদস্যা হতে আগ্রহী হলে অবিলম্বে যোগাযোগ করুন

7044071706 | 8583892375

১৬৯

৪৫ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয় . ১

বিশ্ব নাট্যদিবসের বাণী

অনুবাদক : কুন্তল মুখোপাধ্যায় . ১৩

প্রবন্ধ

শতবর্ষে মৈমনসিংহ-গীতিকা আবিষ্কার বৃত্তান্ত ও মুদ্রণ কথা : অরুণকুমার সাঁফুই . ১৫

মৈমনসিংহ গীতিকায় নাট্য উপাদান : অপূর্ব দে . ২৩

শিশুকিশোর নাট্যচর্চা সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা: জুলফিকার জিন্না . ৩৩

নাটক

জিজিরিয়া : দেবব্রত আচার্য . ৪০

নীল বসন্তের পাখি : অর্ণব মুখোপাধ্যায় . ৪৯

বাতাসের বীজ : শেখর মজুমদার . ৫৯

খাবার : কমল কুমার পাল . ৬৮

সাজা : কমল কুমার পাল . ৭৪

কোথায় যাবে ওরা : গৌতম হাজরা . ৭৯

হাঁ 'চোর—পাঁ 'চোর' : পার্থপ্রতিম মিত্র . ৮৭

পাঁচ নয় চার : প্রলয় চক্রবর্তী . ৯১

কারাগার কারাগার : সঞ্জয় আচার্য . ৯৩

স্মরণ

বেণু চট্টোপাধ্যায় :

সত্যপ্রিয় ঘোষ . ১০১

রমেশ দাশ . ১০৪

চলতি প্রযোজনা

কালো মানুষের কবি : দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় . ১০৬

বিষহরি : দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় . ১০৭

ম্যাচিস : প্রতিবেদক. ১০৭

কানা মাছি ভোঁ ভোঁ : অপূর্ব দে . ১০৮

খুন হওয়ার পর : দুলাল চক্রবর্ত্তী . ১০৯

ওরা নন্দিনী : দুলাল চক্রবর্ত্তী . ১১১

৭৮৬ : প্রতিবেদক . ১১২

কুষ্ঠ রোগীর বউ : দুলাল চক্রবর্ত্তী . ১১৪

একজন হয়েই একবার মঞ্চে উঠি, কিন্তু এই জীবনের সেই সামর্থ্য আছে যা বহুজনের মধ্যে ছড়িয়ে পরে, তাদের জীবনকে নতুন করে সাজিয়ে তুলতে পারে। এক নতুন জীবন রূপে প্রস্ফুটিত হয় ও আপন সুবাসে সবাইকে মোহিত করে।

থিয়েটারের জগতে নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা চিত্রানাট্যকার, কবি, সংগীতকার, অঙ্গসঞ্চালক, নেপথ্য থিয়েটার কর্মী শিল্পীগণ কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই আমরা সবাই প্রাণ সৃজনের কাজে ব্যাস্ত থাকি, যা মঞ্চে এর আগে কখনও ঘটে নি। এই জীবন আশা করে যত্নশীল হাত যা তাকে আগলে রাখবে, প্রেমময় বক্ষের আলিঙ্গন, একটি সংবেদনশীল হৃদয়, যা হবে সমব্যাথী, এবং একটি স্নিগ্ধ মন যা তাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাবে এই সৃজনশীলতার ধারাকে বহন করতে হবে।

আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না, সত্যিই মঞ্চে একেবারে শূন্য থেকে আমরা জীবন সৃষ্টি করি। যেমন অন্ধকারের মাঝে অঙ্গার জ্বলজ্বল করে, রাত্রির তমসা দূর করে ঘরে এনে দেয় উষ্ণতা। আমরাই জীবনকে দিই তার ঔজ্জ্বল্য, আমরাই মূর্ত করি, আমরাই তাকে করে তুলি প্রাণবন্ত অর্থবহ। যুক্তি দিয়ে তাকে সাজাই আমরা, যাতে সে অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে। আমরাই জ্বালি আলো যাতে দূর হয় অজ্ঞতা ও চরমতার অন্ধকার। জীবনের গাথার সঙ্গে জড়িয়ে থাকি আমরাই, যাতে তা ছড়িয়ে উঠতে পারে বিশ্বময়। আমরা এ কাজে আমাদের প্রচেষ্টা, সময়, অশ্রু-ঘাম-রক্ত-স্নায়ু সব কিছুই প্রয়োগ করি, যাতে সত্য,সুন্দরের মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। এবং বাঁচাটা যেন হয় বাঁচার মত।

প্রবন্ধ

শতবর্ষে মৈমনসিংহ-গীতিকা আবিষ্কার বৃত্তান্ত ও মুদ্রণ কথা

অরুণকুমার সাঁফুই

'মৈমনসিংহ-গীতিকা' বাঙালির সম্পদ, বাংলার সম্পদ। 'মৈমনসিংহ গীতিকা' আত্মপ্রকাশের পিছনে রয়েছে বাংলা সাহিত্যের তিন সাহিত্য সাধকের অক্লান্ত সাধনা। এঁরা হলেন, 'সৌরভ' পত্রিকার সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার (১৮৭০-১৯২৬), ময়মনসিংহ জেলার লোকসংস্কৃতি গবেষক চন্দ্রকুমার দে (১৮৮৯-১৯৪৬) এবং তৎকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক, গবেষক দীনেশচন্দ্র সেন রায়বাহাদুর (১৮৬৬-১৯৩৯)।

ময়মনসিংহ জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চার পথপ্রদর্শক ছিলেন কেদারনাথ মজুমদার। কেদারনাথ মজুমদার লিখেছিলেন, 'ময়মনসিংহের বিবরণ', (১৯০৪), 'ময়মনসিংহের ইতিহাস' (১৯০৬) প্রভৃতি গ্রন্থ। এসব গ্রন্থ প্রণয়নকালে তিনি অনুসন্ধান করেছিলেন, ময়মনসিংহের ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, লোককথা, লোকসাহিত্য, কিংবদন্তী। ময়মনসিংহ শাখা সাহিত্য পরিষদের তদানীন্তন সভাপতি কেদারনাথ মজুমদারের 'ময়মনসিংহ বাসভবন'কে নাম দিয়েছিলেন 'রিসার্চ হাউস'। এই হাউস হতেই এসেছিল ময়মনসিংহ অঞ্চলের ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্য চর্চা অনুসন্ধানের তাগিদ। ময়মনসিংহের ধারাবাহিক ইতিহাস চর্চায় কেদারনাথ মজুমদার ১৯১১ সালে প্রকাশ করেন 'সৌরভ' পত্রিকা। 'সৌরভ' পত্রিকা সম্পাদনায় কেদারনাথ জোর দিয়েছিল ময়মনসিংহের সাহিত্য সংস্কৃতি পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাসচর্চায়। 'সৌরভ' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের সম্পাদকীয় অংশে কেদারনাথ মজুমদার লিখেছেন,—

> "সৌরভ ময়মনসিংহের অনাবিষ্কৃত তথ্য সংগ্রহে যত্ন করিয়াছে; ইতিহাস ভূগোল, লোকচরিত্র এবং প্রত্নতত্ত্বে যাহা জ্ঞাতব্য যথাসাধ্য তাহার সন্ধান লইয়াছে। ময়মনসিংহের প্রবীণ লেখকগণের চিন্তা সংগ্রহ এবং নূতন লেখকের সৃষ্টি সৌরভের সাহিত্য সাধনার প্রধান অঙ্গ।"[১]

সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদারের পরামর্শে, বহু নবীন-প্রবীন লেখক ময়মনসিংহের পল্লীগীত ও পল্লীকবির রচনা অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন। 'সৌরভ' পত্রিকায় নিয়মিত তাঁরা লিখেছেন, একাধিক ময়মনসিংহ বিষয়ক প্রবন্ধ-নিবন্ধ। তারিণীকান্ত মজুমদার